ISSN 2349-6436

দুর্বার ভাবনা

জুলাই ২০১৯

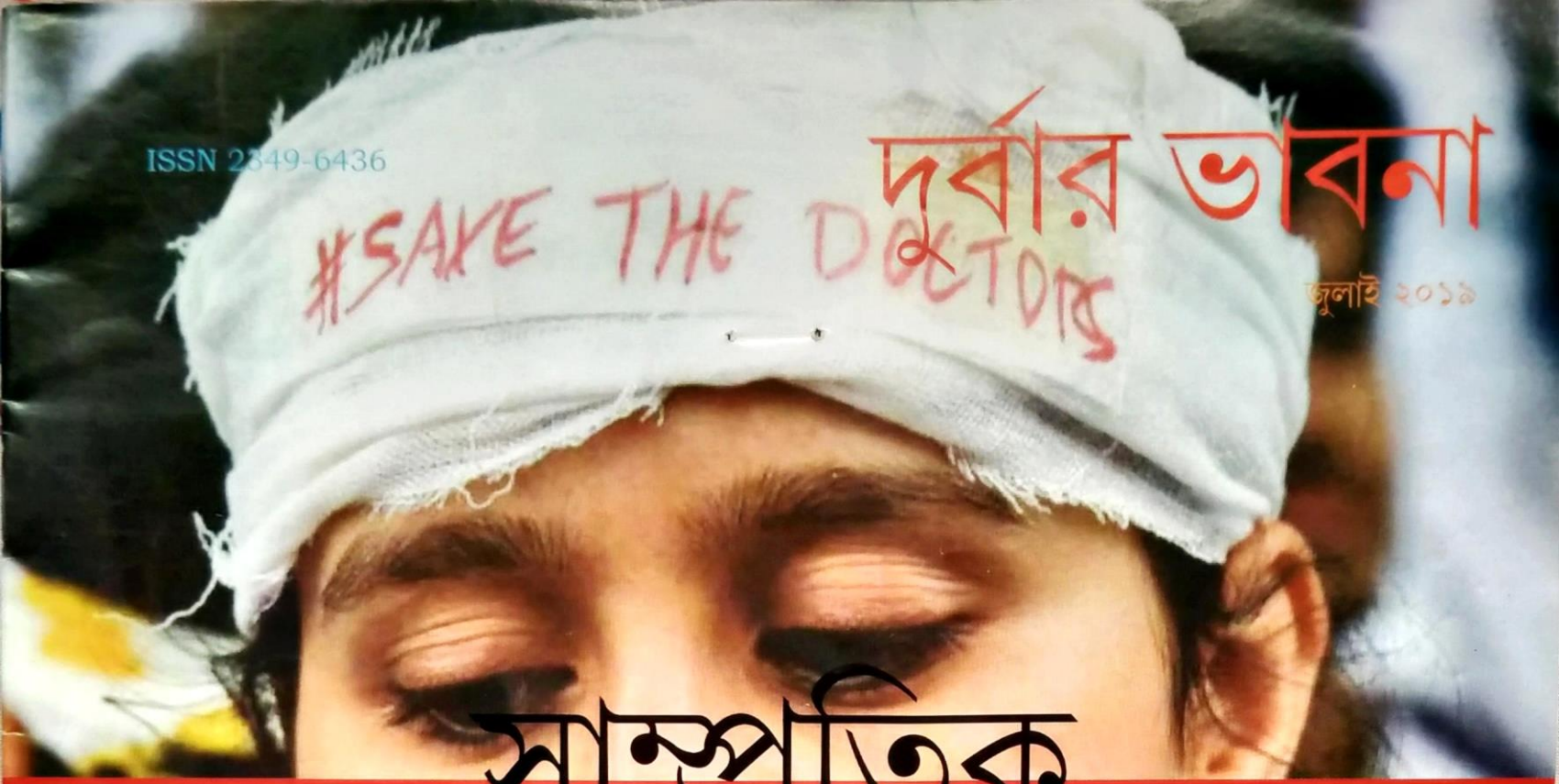

সাম্প্রতিক ডাক্তারদের আন্দোলন

মত-মতান্তর

লিখেছেন

রণবীর সমাদ্দার
সৌমিত্র ঘোষ
শুভেন্দু দাশগুপ্ত
তমোনাশ ভট্টাচার্য
পুণ্যব্রত গুণ
পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়
সফিকুল ইসলাম

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় :

ডাক্তার প্যাঁদানোর প্রেসক্রিপশন ... স্মরজিৎ জানা ... ৫

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : সাম্প্রতিক চিকিৎসকদের আন্দোলন

আন্দোলন শেষে পড়ে থাকা কিংবা উঠে আসা ... শুভেন্দু দাশগুপ্ত ...৯

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন ২০১৯ ... পুণ্যব্রত গুণ ... ১১

প্রতিশ্রুতির পর ফের যে কে সেই ... পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৪

চিকিৎসা সংকটের স্থায়ী সমাধান আদৌ সম্ভব? ... রণবীর সমাদ্দার ... ১৫

জনগণ-গণশত্রু ও আন্দোলনের বাইরের ... তমোনাশ ভট্টাচার্য ... ১৭

এনআরএস কাণ্ড : অতঃপর কিছু ভাসমান কথা ... শফিকুল হক ... ১৯

ডাক্তারদের আন্দোলন, ন্যায় ও রাজনীতি ... সৌমিত্র ঘোষ ... ২৩

বিশেষ নিবন্ধ : জাতীয় শিক্ষানীতি

আমার কিছু কথা আছে ভোরের বেলা ... অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ... ২৬

বিশেষ নিবন্ধ : মুসলিম সমাজ ও জীবন

ইদুজ্জোহা ... ইনাস উদ্দীন ... ২৮

স্মরণ

অভিভাবকহীন হলাম বললেও বুঝি কিছুই ... অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ... ৩১

সন্তোষ রাণা : এক অগোছালো স্মৃতি ... অরূপ মজুমদার ... ৩২

বই পড়া / পড়া বই ... ৩৩

সংবাদ : দেশে-কালে ... ৩৪

প্রধান সম্পাদক : স্মরজিৎ জানা

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : তরুণ বসু

সম্পাদকমণ্ডলী :

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় ইনাস উদ্দীন মিত্রা মুখোপাধ্যায়

শুভ প্রতিম রায়চৌধুরী রজত সুর শান্তনু ত্রিবেদী

পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত লেখকের, মতামতের জন্যে সম্পাদক কোনোভাবে দায়ী নয়।

মুদ্রণ : রেজডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ চিত্র : গুগল ইমেজ সাইটস।

DURBAR BHABNA

Vol. 11 No. 3 □ JULY 2019

RNI No : WBMUL/2012/53493

Postal Registration No : N.Kol.Dn/033/2016-2018

ISSN 2343-6436

Editor : Dr Smarajit Jana

Publisher : Bharati Dey

Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006
West Bengal, INDIA

Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777

email: bhabna.durbar2009@gmail.com

নতুন সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি

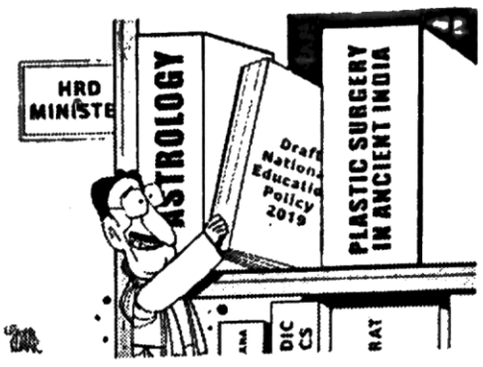

এই নিয়ে তৃতীয়, এর আগে দেশ ১৯৬৮ ও ১৯৮৬ সালে দুটো জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ক রিপোর্ট পেয়েছে। প্রথমটির সুবাদে দেশ তেমন কিছু পায় নি, দ্বিতীয়টি দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে কিছুটা সাহায্য করেছে, এবার দেখা যাক তৃতীয়টি কোন্ উপকারে আসে। স্মরণ করা যায় যে, অল্পকাল আগে, ২০১৩-য়, মানবসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রীর ইচ্ছায় একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে টি. এস. আর. সুব্রহ্মণম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়েছিল— তাঁদের সুপারিশের গতি কী হলো? শিক্ষানীতি, ২০১৯-এর অনেকটই হুবহু মিলে যায় সুব্রহ্মণম কমিটির প্রস্তাবগুলোর সাথে। তবু, আর একটি রিপোর্টের প্রয়োজন হলো কেন ...
লিখেছেন **অশোকেন্দু সেনগুপ্ত** (পৃ. ২৬)।

দুর্বার ভাবনা

প্রতি সংখ্যার দাম ১৫.০০ টাকা।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০.০০ টাকা (সডাক)।

পত্রিকা অফিস থেকে হাতে হাতে নিলে ১৫০.০০ টাকা।

বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

দুর্বার ভাবনা পাওয়া যায় :

কলকাতায় পাতিরাম, বুকমার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রিট), শান্তিনিকেতনে পুস্তক মহল, কুচবিহারে (এইচ এন রোড) মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র (ইউনিভার্সিটি রোড) বাঁকুড়ায়, মালদহে, জলপাইগুড়িতে, কৃষ্ণনগরে কল্যাণী স্টেশনের বুকস্টলে।

কলেজ স্ট্রিটে এক সঙ্গে বেশি পত্রিকা পেতে দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা ৭০০ ০১২।

পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান যাঁরা সরাসরি নীচের ঠিকানায়

যোগাযোগ :

দুর্বার প্রকাশনী ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০০৬

বা ফোন করুন ০৮৩৩৬ ০৭১০৮৭ অথবা

০৯৮৭৫ ৪০৫১৬৫ বা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০ এই নম্বরে।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন ২০১৯

পুণ্যব্রত গুণ

এই ঘটে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন এর বিশ্লেষণ করার সময় বারবার উঠে আসছে আরেকটি জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের কথা। ৩৬ বছর আগে ঘটা সেই আন্দোলনটি অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশনের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন।

১৯৮৩-তে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের সময় আমি সবে মাত্র এমবিবিএস পাশ করে ইর্ন্টান, আর ২০১৯-এর আন্দোলনের সময় সিনিয়র ডাক্তারদের সংযুক্ত মঞ্চের অন্যতম ঘটক আমার সংগঠন।

১৯৮৩-তে বাংলায় মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৭, সব কটি সরকারি মেডিকেল কলেজ। এখন সংখ্যাটা দ্বিগুণের বেশি, বেশ কয়েকটা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ।

১৯৭৭-এ মেডিকেল কলেজগুলোতে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন ছাত্রছাত্রী সংগঠন ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। ক্ষমতায় বামফ্রন্ট কিন্তু ছাত্র সংসদ-এর নেতৃত্বে কম কলেজেই এসএফআই ছিল। যেখানে এসএফআই নেতৃত্বে সেখানেও প্রবল উপস্থিতি ছিল বিরোধীদের।

এবিজেডিএফ আন্দোলনের সলতে পাকানো হয়েছিল ১৯৭৯-তে মেডিকেল কলেজ এবং আরজি কর মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং এমসিডিএসএ হাসপাতালে এক বিস্তৃত সমীক্ষা চালায় : আউটডোরে রোগীরা কতদূর থেকে আসছেন, কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর কয় পয়সার ওষুধ পাচ্ছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ কতটা ইত্যাদি। ইনডোরে ভর্তি হতে কত সময় লাগছে, এক বেডে কজন রোগীকে শুতে হচ্ছে, অপারেশন কতদিন বাদে হচ্ছে। ইমারজেন্সিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা কতটা, সব মিলিয়ে এই সমীক্ষা থেকে হাসপাতালের সার্বিক চিত্রটা ফুটে উঠেছিল। আর ছাত্র সংসদ গড়ে তুলেছিল তার দাবি সনদ, যে দাবি সনদের দাবিগুলো আসলে মানুষের দাবি। প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ, ইমারজেন্সিতে ২৪ ঘন্টা এক্স-রে, ইসিজি, প্যাথলজি, বায়োকেমিস্ট্রির ব্যবস্থা ইত্যাদি। দাবিগুলো নিয়ে প্রথমে মেডিকেল কলেজ, তারপর আরজি কর মেডিকেল কলেজে শুরু হয় হাসপাতাল আন্দোলন। সেই আন্দোলন ছিল ভবিষ্যতের এবিজেডিএফ আন্দোলনের ভ্রূণ।

১৯৮৩-র আন্দোলনের মতো সলতে পাকানোর কোনো কাজ এবার করেন নি মেডিকেল ছাত্র বা জুনিয়র ডাক্তাররা। এবার আন্দোলন শুরু হয়েছিল এনআরএস-এ এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুই জুনিয়র ডাক্তার পরিবহ মুখোপাধ্যায় আর যশ টেক ওয়ানির আহত হওয়াকে নিয়ে। বিশেষত সিটি স্ক্যান পরিবহের মাথার হাড় ভেঙে যাওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। জুনিয়র ডাক্তাররা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এসে সুরক্ষার আশ্বাস দিন, অপরাধীদের গ্রেফতার করার আশ্বাস দিন। ১৯৮৩-র আন্দোলনে প্রস্তুতি অনেকদিন ধরে চালানো হলেও আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গর কাজ করেছিল কর্তব্যরত অবস্থায় এক জুনিয়র ডাক্তারের মৃত্যু।

সে সময় সিনিয়র ডাক্তারদের কী ভূমিকা ছিল? সরকারি ডাক্তারদের একমাত্র সংগঠন হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ছিল এবিজেডিএফ আন্দোলনের পক্ষে, সমর্থন জানিয়েছিল আইএমএ-ও। এবিজেবিএফ আন্দোলনকে ঘিরে হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে যায়, গড়ে

২০১৭-র নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট হওয়ার পর ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনা বেড়ে যায়। অধিকাংশ আক্রমণ ঘটতে থাকে সরকারি হাসপাতালে, ঘোষণা অনুযায়ী যেখানে বিনামূল্যে সব চিকিৎসা পাওয়ার কথা, অথচ যেখানে সাদা নীল বাড়ি আছে, বাড়ির ভেতর পর্যাপ্ত ডাক্তার চিকিৎসা কর্মী নেই, নেই যথাসময়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষার ব্যবস্থা, শয্যা সংখ্যা যেখানে অপর্যাপ্ত। রোগীর পরিজনের ক্ষোভ এসে পড়ে সামনে তারা যাদের পান সেই ডাক্তার নার্স অন্য চিকিৎসাকর্মীদের উপর।

ওঠে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস।

৩৬ বছর পরে, এখন অধিকাংশ মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নেই, মেডিকেল কলেজে মেডিকেল কলেজ ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছাড়া অন্য কলেজগুলিতে টিএমসিপি ছাড়া বিরোধীদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তাই এবারের আন্দোলন আগের বারের মতো পরিকল্পনামাফিক নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত।

এবার বরং কর্মক্ষেত্রে হিংসা বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন সিনিয়র ডাক্তাররাই। ২০১৭-র নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট হওয়ার পর ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনা বেড়ে যায়। অধিকাংশ আক্রমণ ঘটতে থাকে সরকারি হাসপাতালে, ঘোষণা অনুযায়ী যেখানে বিনামূল্যে সব চিকিৎসা পাওয়ার কথা, অথচ যেখানে সাদা নীল বাড়ি আছে, বাড়ির ভেতর পর্যাপ্ত ডাক্তার চিকিৎসা কর্মী নেই, নেই যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, শয্যা সংখ্যা যেখানে অপর্যাপ্ত। রোগীর পরিজনের ক্ষোভ এসে পড়ে সামনে তারা যাদের পান সেই ডাক্তার নার্স অন্য চিকিৎসাকর্মীদের উপর। কর্মক্ষেত্রে হিংসার বিরুদ্ধে রাজ্যের আইএমএ কোনো ভূমিকা পালন করে নি। আইএমএ-র রাজ্য সভাপতি শাসকদলের মন্ত্রী, রাজ্য সম্পাদক শাসকদলের রাজ্যসভার এমপি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে হামলা চালান দুষ্কৃতিরা অনেক ক্ষেত্রেই যারা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ বা পদাধিকারী বা জনপ্রতিনিধি। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে আমরা পুলিশ অফিসারদের দেখেছি আক্রমণ করতে।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই কর্মবিরতি মিটিয়ে ফেলতে পারতেন। তা না করে তিনি ১৩ জুন গেলেন না এনআরএসএ, গেলেন এসএসকেএমএ। জুনিয়র ডাক্তারদের ভয় দেখালেন ইন্টার্নশিপ অসমাপ্ত রাখা হবে, চার ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ না দিলে হোস্টেল খালি করে দিতে হবে, ডাক্তাররা বহিরাগত, ডাক্তাররা পদবি দেখে অর্থাৎ রোগীর ধর্ম দেখে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈষম্য করেন ইত্যাদি।

১০ জুন পরিবহ আর যশ আহত হওয়ার আগে অবধি ২৩৪টি হিংসার ঘটনা ঘটে গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীরা শাস্তি পায় নি। তাই সিনিয়র ডাক্তাররা তৈরি ছিলেন। সব কলেজে ১১ জুন জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি শুরু করার পর তারা দেরি করেন নি। সংযুক্ত মঞ্চের আহ্বানে ১২ জুন সকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা আউটডোর বন্ধের যে আহ্বান জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস দিয়েছিল তাতে ডাক্তাররা সাড়া দেন রাজ্য জুড়ে, বেসরকারি হাসপাতাল সরকারি হাসপাতাল প্রাইভেট চেম্বার সর্বত্র। যুক্ত মঞ্চের একজন সংগঠক হিসেবে বলতে পারি, যে মাত্রায় সিনিয়র ডাক্তাররা কাজ বন্ধ করেন তা আশাতীত ছিল।

তাই হিংসার বিরোধিতা করার জন্য গড়ে উঠেছিল এক নতুন সংগঠন, বর্তমানে যার সদস্য সংখ্যা ১৮,০০০ ছাড়িয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম পুরনো কিছু সংগঠন এএইচএসডি, এইচএসএ, ডোপা (ডক্টরস ফর পেশেন্টস), ডক্টরস ফর ডেমোক্রেসি, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টরস ফেডারেশন ইত্যাদিদের নিয়ে সংযুক্ত মঞ্চ গড়ে তোলে। রাজনৈতিক কারণে পরে অবশ্য এসইউসিআই ঘনিষ্ঠ শেষোক্ত সংগঠন দুটি আলাদা কাজ করতে থাকে। বাকিরা হিংসার বিরোধিতা করার পাশা-পাশি যে কথাটা বারবার তুলে ধরেন তা হলো মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার না হলে তাদের ক্ষোভ কমবে না, হিংসা কমবে না।

মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পর এসএসকেএম-এর ডাক্তাররা ইমার্জেন্সি ছেড়ে চলে গিয়েছিল একাডেমি বিল্ডিং। সেখানে সাধারণ সভা করার পর যখন একাডেমি বিল্ডিং-এর সামনে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে তখন তাদের সঙ্গে সমস্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধানরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কর্তব্যরত নার্স এবং নার্সিং স্টুডেন্টরাও পিছিয়ে থাকেন নি। সেদিন রাতেই পদত্যাগ করেন এনআরএস-এর প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপাল। পরের দিন পদত্যাগের খবর আসতে শুরু করে এসএসকেএম মেডিকেল কলেজ, আরজি কর, নর্থ বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ থেকে। কোনো কোনো জেলা হাসপাতালের ডাক্তাররাও পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করেন। আইনের চোখে সব পদত্যাগপত্র হয়তো পদত্যাগ ছিল না, কিন্তু অবশ্যই ছিল প্রতিবাদ, শাসকের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে ডাক্তারদের প্রতিবাদ। একটি কলেজের যে আন্দোলনকে মিটিয়ে ফেলা যেত একবার সে কলেজে গিয়ে অশ্বাস দিয়েই, শাসক তাকে পরিণত করল ডাক্তারদের এক সার্বিক আন্দোলনে। পদত্যাগের সংখ্যা ছাড়িয়ে ছিল ৯০০-র বেশি।

পরের দিন অর্থাৎ ১৪ জুন সংযুক্ত মঞ্চের আহ্বানে এনআরএসএ সকাল ১১টা থেকে বিক্ষোভ অবস্থান। গুটি গুটি পায়ে ডাক্তাররা আসেন, আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল বিকেল সাড়ে চারটেয় এনআরএস থেকে ন্যাশনাল, মিছিলে লোক হবে তো। তিনটের সময় থেকে ভিড় বাড়তে লাগল, উপচে পড়তে লাগল ইমার্জেন্সি গেট থেকে। সোয়া চারটে-তে যখন মিছিলের লাইন ঠিক করা হবে তখন শুরু করতে হলো পরের গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায়। কত বড় হয়েছিল মিছিল? মিছিলের শুরু যখন ন্যাশনাল-এ ঢুকে গেছে তখনও শেষাংশ এনআরএস ছাড়ে নি। যারা নন্দীগ্রাম পরবর্তী ২০০৭-এর মার্চ ও নভেম্বরের মিছিল দেখেছেন তারা অনেকটা ধারণা করতে পারবেন। সিনিয়র ডাক্তার, অন্যান্য কলেজের জুনিয়র ডাক্তার ছাড়াও ছিলেন শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

১৯৮৩-র আন্দোলনের দাবিগুলো ছিল জনতার দাবি, সাধারণভাবে জনতার সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ

নিতেন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাই— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়, রঞ্জিত গুপ্ত ইত্যাদি। এবার জনসমর্থন অন্য মাত্রায়।

জুনিয়র ডাক্তারদের অনড় অবস্থান আর ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন ঐ প্রশাসনকে বাধ্য করেছে আলোচনার টেবিলে বসতে।

জুনিয়র ডাক্তার যারা তিন দশক আগেকার মতো সংগঠিত নন। কিন্তু কি দেখলাম আমরা? এনআরএসএ দফায় দফায় জেনারেল বডি মিটিং, তাতে অংশ নিচ্ছেন অন্য কলেজের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, না, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হবে, কজন প্রতিনিধি যাবেন, বৈঠকের লাইভ টেলিকাস্ট হবে কি হবে না— সবকিছু এরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে গণতান্ত্রিকভাবে। সময় অবশ্য বেশি লেগেছে, কিন্তু ফলপ্রসূ তাদের প্রয়াস।

যে সব মেডিকেল কলেজে প্রতি বর্ষের ছাত্র সংখ্যা আড়াইশো সেই সব কলেজ থেকে দুজন করে প্রতিনিধি আর ছোটো মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ থেকে একজন করে প্রতিনিধি মোট ৩১ জন গিয়েছিলেন নবান্নে।

১৭ জুন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়। তার আগের দিন রাতে প্রত্যেক কলেজের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ কলেজের সমস্যা নিয়ে পাঁচটি করে দাবি দেন, তার থেকে তৈরি হয় ১২ দফা দাবি পত্র।

তাদের প্রতি আরও সমালোচনা, তারা হিংসার কথা বলেছে, হিংসা প্রতিরোধ করার জন্য গ্রিইভান্স সেল, কলাপসিবল গেট, প্যানিক বাটন, সুরক্ষা কর্মীর দাবি জানিয়েছে, কিন্তু পরিকাঠামোর যে যে ঘাটতি হিংসার জন্ম দেয় তা নিয়ে কিছু বলে নি।

কি হলে ভালো হতো? রাজ্যের আবেগপ্রবণ মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে আলোচনা ঘেঁটে গেলে, জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি প্রলম্বিত করতে বাধ্য হলে সমালোচকরা খুশি হতেন?

এবিপি আনন্দে আমরা যারা সেই বৈঠকের বিবরণ দেখেছি তারা জানি কি রকম সুশৃঙ্খলভাবে বক্তব্য রেখেছে প্রতিনিধিরা। স্পষ্টতই দায়িত্ব ভাগ করা ছিল কে কোন্ বিষয়ে বলবে। শান্তভাবে নিজেদের কথা শুনিয়ে এসেছে তারা। পরেরদিন বাজারি পত্রিকার প্রতিবেদন : বিপ্লবী জুনিয়র ডাক্তারদের বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে নবান্নে।

যারা এ সমালোচনা করছেন তাদের ইউটিউবে দেখতে বলব, এক বিছানায় চার শিশু, ডেন্টাল কলেজে অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই, পরীক্ষা হতে অনেক সময় লাগে, একেক দিন একেক পরীক্ষা, রোগীর হয়রানি, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে আউটডোর চিকিৎসা এবং ভর্তির আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ পাওয়া যায় না, সব কথাই ওরা বলেছে।

১৯৮৩-র আন্দোলনের পর হাসপাতালে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক সব ওষুধ পাওয়া যেত, ইমারজেন্সিতে এক্স-রে, ইসিজি, প্যাথলজি, বায়োকেমিস্ট্রি নিয়মিত হয়েছিল— এবারের আন্দোলনের পর কিছু পুলিশ অফিসার বদলি হয়েছেন, হাসপাতালগুলির সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য লড়াই করতে হবে। কেবল জুনিয়র ডাক্তার নন, সিনিয়র ডাক্তার, সর্বস্তরের চিকিৎসা কর্মী, এমনকি সাধারণ মানুষকেও নামতে হবে আন্দোলনে। সে আন্দোলন সবার জন্য স্বাস্থ্যের আন্দোলন, সরকার যাতে সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেয় সেই দাবিতে আন্দোলন।

আমরা যারা স্বাস্থ্যের অধিকার আন্দোলনে আছি, আমরা যেভাবে বলতাম সেভাবে হয়তো বলে নি ওরা। আন্দোলনটা তো ওদের, সমস্যার কথা ওরা কিভাবে বলবে তা ওদেরই ঠিক করতে দিন না। আমরা আমাদের মতো করে স্বাস্থ্যের দাবি জানাই। একটি তথ্য দিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করব। ১৯৮৩-তে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনকে ঘিরে হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে তৈরি হয়েছিল অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস। আজ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্মে এইচএসএ আর এএইচএসডি আর জুনিয়ার ডাক্তারদের কলেজে কলেজে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সংগঠনে, হাউস-স্টাফ ইন্টার্ন অ্যাসোসিয়েশন বা রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। সব কলেজের সংগঠন মিলে গড়ে তুলতে হবে ফেডারেশন। সিনিয়র ডাক্তারদের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম সেই ফেডারেশনের পাশে থাকবে।

একসাথে পথে নেমে লড়াই করবে।□

email : <shramajibiswasthya@gmail.com>

গণবিজ্ঞান ভাবনা-র সহসাথিদের প্রতি

নতুন পুরনো গণবিজ্ঞান কর্মী বা যাঁরা এ-বিষয়ে আগ্রহী কিংবা ভাবছেন, চর্চা করছেন বা করতে চান তাঁদের প্রতি একটি আবেদন

দুর্বার ভাবনা পত্রিকার তরফ থেকে গণবিজ্ঞান নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা সংগঠিত হয়েছিল ২০১৬-র মার্চে। সেই আলোচনার সূত্র ধরে কয়েকজন পুরনো-নতুন গণবিজ্ঞান কর্মীদের নিয়ে প্রতি মাসের মাসের শেষ শনিবার বিকেল ৪-টেয় নিয়মিত মুখোমুখি বসা হবে। সম্প্রতি এই আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয়, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়ার। সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে

গণবিজ্ঞান সহসাথিদের উদ্যোগে, সেপ্টেম্বর ২০১৮-য় প্রকাশিত হয়েছে

স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রচার পুস্তিকা ড. স্মরজিৎ জানা-র

চিকিৎসার জন্যে রোগী না রোগীর জন্যে চিকিৎসা

পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান কর্মীদের কাছে অনুরোধ, পুস্তিকাটি পাওয়ার জন্যে যোগাযোগ করুন :

৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ ঠিকানায়।

টেলিফোনে যোগাযোগের জন্যে +৯১ ৮৩৩৬ ০৭১০৮৭।